দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 06 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ৬ ...

০৪

শিক্ষাখাতে বরাদ্দ

আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশের দারিদ্র্য। একদিকে গরীব মা-বাবা ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে পারেন না, অন্যদিকে বঞ্চিত হতে চান না সন্তান-সন্ততির রুজি-রোজগারের সুবিধাটুকু থেকে। গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা অতি অল্প বয়সেই সংসারের কাজকর্ম অথবা আয়-উপার্জনে লাগে। ফলে তাদের অধিকাংশই স্কুলে ভর্তি হয় না। যারা ভর্তি হয়, তাদেরও একটা বড় অংশ টিকে থাকতে পারে না।

জাতির বাঞ্ছিত অগ্রগতি অর্জন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষিত জনশক্তি নির্মাণ, আদর্শ নাগরিকের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদির জন্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার কেবল অপরিহার্যই নয়, একান্ত জরুরীও। এই প্রয়োজনীয়তার কথা বহুদিন থেকে বলা হলেও তেমন কোন বাস্তব ও কার্যকর পদক্ষেপ অতীতে নেয়া হয়নি। ফলে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়নি, শিক্ষার হারও তেমন বাড়েনি। জনসাধারণের নির্বাচিত বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশের শিক্ষাহীনতার আসল কারণ চিহ্নিত করে তা দূর করার কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ভর্তি হওয়ার এবং রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু এবং মেয়েদের জন্য বিনা বেতনে লেখাপড়া ও স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপে উপকৃত হচ্ছে হাজার হাজার পরিবার ও লক্ষ লক্ষ শিশু। গ্রামের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বহু বেড়েছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে কয়েক বছরেই জাতির শিক্ষিতের হার ষাট শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে বলে হিসাব করা হচ্ছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী যে খুবই ফলপ্রসূ হচ্ছে এ সত্য সবাই বিনা দ্বিধায় স্বীকার করবেন।

সরকার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী কেবল অব্যাহতই রাখেননি, সম্প্রসারিতও করছেন। অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান জানান, এ বছর বিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পনর লাখ ছাত্রছাত্রীকে এই কর্মসূচীর অধীনে আনা হবে। এ জন্য দুইশ চল্লিশ কোটি টাকা খরচ করা হবে। ষোল লাখ মেয়ের বৃত্তি বাবত আরও আড়াইশ কোটি টাকা খরচ করা হবে। অর্থমন্ত্রী আরও জানান যে বর্তমান সরকার শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই খাতের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এককভাবে এ খাতের জন্য এ বছরের বরাদ্দ তিন হাজার সাতশ পঞ্চাশ কোটি টাকা।

দেশে শিক্ষা বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর চাল-গম যদি ঠিকভাবে বিলি-বন্টন হয়, তাহলে সাফল্যের হার আরও বাড়বে। এ ধরনের কর্মসূচী যেমন রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ইত্যাদির অতীত রেকর্ড সুখকর নয়। বারভূতে লুটেপুটে খেয়েছে খাদ্যশস্য, অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী। অযোগ্য পাত্রেও পড়েছে অনেক ক্ষেত্রে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর খাদ্যশস্য এবং বৃত্তির টাকার ক্ষেত্রে এমন কিছু না ঘটার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।